ব্রি ধান৮৯ এবং ব্রি ধান৯২ জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৯	ব্রি ধান৯২
জীবনকাল : ১৫৪-১৫৮ দিন	জীবনকাল : ১৫৬-১৬০ দিন
জাত এর বৈশিষ্ট: উৎপাদন প্রতি হেক্টর: ৮-৯.৭ টন পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৬ সে.মি. এ জাতীয় গাছের কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া। ধানের ছড়া লম্বা, পাকার সময় কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে বিধায় সালোকসংশ্লেষন প্রকিয়া অব্যাহত থাকে ফলে শীষের গোড়ার ধানও পুষ্ট হয়। এ জাতের জীবনকাল ব্রিধান ২৯ এরর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৪ গ্রাম চালে অ্যামাইলেজের পরিমাণ ২৮.৫% চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন, রান্নার পর ভাত ১.৪ গুণ লম্বা হয়। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু।	জাত এর বৈশিষ্ট: উৎপাদন প্রতি হেক্টর: ৮-৯.৩ টন পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৭ সে.মি. গাছের কান্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ে না। দানা লম্বা ও চিকন। পাতা হালকা সবুজ, ডিগ পাতা খাড়া এবং ব্রিধান ২৯ এর চেয়েও প্রশস্ত। পাকার সময় কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৪ গ্রাম এই ধানে অ্যামাইলেজের পরিমাণ ২৬%

ব্রি ধান৮৯ এবং ব্রি ধান৯২ চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

ব্রি ধান৮৯ চাষাবাদ পদ্ধতি:	ব্রি ধান৯২ চাষাবাদ পদ্ধতি
১। বীজতলায় বীজ বপণ: ১৭ কার্তিক থেকে ০১ অগ্রহায়ণ (০১-১৫ নভেম্বর) ২। চারার বয়স ও রোপন দূরত্ব: ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা ২০*২০ সে.মি ব্যবধানে লাগাতে হবে। ৩। চারার সংখ্যা: প্রতি গোছায় ২-৩ টি করে। ৪। সার ব্যবস্থাপনা: (কেজি/বিঘা) ইউরিয়া: ৩৫-৪০ কেজি, টিএসপি: ১২-১৪ কেজি, এমওপি: ১৫-২০ কেজি, জিপসাম: ১২-১৫ কেজি, দস্তা(জিংক সালফেট): ১-১.৬ কেজি। শেষ ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ/কাইচ থোড়ের সময় বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ ও ৬ কেজি ডিএপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৫। আগাছা দমন: রোপনের ৪০-৪৫ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ৬। সেচ ব্যবস্থাপনা: প্রয়োজন মাফিক সম্পূরক সেচ দিতে হবে। তবে এডাব্লিউটি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম। ৭। রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: এ জাতে রোগের আক্রমণ অন্যান্য জাতের তুলনায় কম। তবে কুশি পর্যায়ে ১ম বার ও থোড় আসার সময় ২য় বার ও ফুল ফোটার শেষে ৩য় বার নাটিভো ও এমিস্টারটপ ছত্রাকনাশক পর্যায়ক্রমে অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। ৮। বীজ প্লটে ৩বার রগিং (বিজাত বাছাই) করতে হবে। ১ম বার কুশি পর্যায়ে ২য় বার ফুল ফোটার সময়, ৩য় বার ধান পাকার পর কর্তনের পূর্বে। ৯। ফসল কাটা: ০৫ থেকে ১০ বৈশাখ (১৮এপ্রিল -৩০ মে) এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: এ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৪ দিন আগাম এবং ফলন বেশি। ফলন বেশি এবং জীবনকাল কম হওয়ায় যে সব এলাকায় ব্রি ধান ২৯ চাষাবাদ হয় সেখানে সহজেই ব্রিধান ৮৯ চাষ করা যাবে। ফলন বেশি বিধায় কৃষক লাভবান হবে।	১। বীজতলায় বীজ বপণ: ১৬ কার্তিক হতে ৩০ কার্তিক (০১-১৫ নভেম্বর) ২। চারার বয়স ও রোপন দূরত্ব: ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা ২০*২০ সে.মি ব্যবধানে লাগাতে হবে। ৩। চারার সংখ্যা: প্রতি গোছায় ২-৩ টি করে। ৪। সার ব্যবস্থাপনা: (কেজি/বিঘা) ইউরিয়া: ৩৫-৪০ কেজি, টিএসপি: ১২-১৪ কেজি, এমওপি: ১৫-২০ কেজি, জিপসাম: ১২-১৫ কেজি, দস্তা(জিংক সালফেট): ১-১.৬ কেজি। শেষ ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ/কাইচ থোড়ের সময় বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ ও ৬ কেজি ডিএপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৫। আগাছা দমন: রোপনের ৪০-৪৫ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ৬। সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা সময়কালীন জমিতে যথেষ্ট রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৭। রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: এ জাতে রোগের আক্রমণ অন্যান্য জাতের তুলনায় কম। তবে কুশি পর্যায়ে ১ম বার ও থোড় আসার সময় ২য় বার ও ফুল ফোটার শেষে ৩য় বার নাটিভো ও এমিস্টারটপ ছত্রাকনাশক পর্যায়ক্রমে অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। ৮। বীজ প্লটে ৩বার রগিং (বিজাত বাছাই) করতে হবে। ১ম বার কুশি পর্যায়ে ২য় বার ফুল ফোটার সময়, ৩য় বার ধান পাকার পর কর্তনের পূর্বে। ৯। ফসল কাটা: ০৫-থেকে ২০ বৈশাখ (১৮এপ্রিল -৩০ মে) এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: ব্রি ধান ৯২ তুলনামূলক কম পানিতে ব্রিধান ২৯ এর সমান ফলন দিতে সক্ষম। তাই খরাপ্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

তথ্যসূত্র: ব্রি গাজীপুর

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।